দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 FEB 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৫৪ নেতাকে ধরতে সারাদেশে পুলিশ সদর দপ্তরের ফ্যাক্স

ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ করা হচ্ছে

জঙ্গী কানেকশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মূল শক্তি হিসেবে পরিচিত ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। দলটির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ জঙ্গী কানেকশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দারা। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশিত জঙ্গী সংগঠনের তালিকায় শিবিরের নাম থাকার বিষয়টি মিডিয়ায় প্রকাশের পর গোয়েন্দারা এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের দায়িত্বশীল একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

এদিকে ছাত্র শিবিরের শীর্ষ স্থানীয় ৫৪ নেতাকে পাকড়াও করতে সারাদেশের পুলিশকে ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এই ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয় বলে জানা গেছে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে জামায়াতে ইসলামীর বিশেষ ছক বাস্তবায়নে এরা কাজ করছিল বলে জানা গেছে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের তালিকায় জঙ্গী সংগঠন হিসেবে শিবিরের নাম থাকার বিষয়টি পত্রপত্রিকায় প্রকাশের পর একে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয় গোয়েন্দারা। এ ব্যাপারে র‌্যাবের মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকার বলেন, গোয়েন্দা কাজ করছে। কিন্তু সব গোপন তথ্যই যাচাই-বাছাই এবং বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। গোপন তথ্যের বরাত দিয়ে র‌্যাবের এই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন; আমরা সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার তথ্য গোয়েন্দারা পেয়েছেন। তারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে তৎপর রয়েছে। তিনি বলেন, রাজশাহীতে দুটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এসব ঘটনায় যথারীতি মামলা হয়েছে। মামলার সূত্র ধরেই খুনীদের গ্রেফতারের জন্য সারা দেশে অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে দেশে যাতে কেউ নাশকতা চালাতে না পারে, এ ব্যাপারে র‌্যাব পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

এদিকে আইজিপি নূর মোহাম্মদ গতকাল ইনকিলাবকে বলেন, শিবিরের জঙ্গী কানেকশনের বিষয়টি গোয়েন্দারা নিশ্চিত করলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তথ্য, প্রমাণসহ তা সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে। অন্যদিকে তিনি 'চ্যানেল আই'কে জানিয়েছেন, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা শিবিরের কার্যক্রম খতিয়ে দেখছে। প্রয়োজনে ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করা হবে। আইজিপি জানিয়েছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ফারুকের খুনিদের ধরতে সারাদেশেই কাজ করছে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক।

একটি সূত্র জানায়, আফগানিস্তানের আল কায়দা, তালেবান, পাকিস্তানের লস্কর ই-তৈয়্যেবা আর বাংলাদেশের হুজি এবং জেএমবির মতো ইসলামী ছাত্র

পৃঃ ১৫ কঃ ৭

ছাত্র শিবির নিষিদ্ধ করা হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিবিরকেও জঙ্গী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় শিবিরের সাম্প্রতিক কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের তালিকায় শিবিরের নাম থাকার বিষয়টি প্রকাশের পর 'শিবির' বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে গোয়েন্দাদের কাছে। এর আগে জঙ্গী সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে জেএমবি, জেএমজেবি এবং হরকাতুল জিহাদের মতো কিছু সংগঠন নিষিদ্ধ করে সরকার। গতবছর সর্বশেষ নিষিদ্ধ হয় ফিলিস্তিনে জন্ম নেয়া 'হিযবুত তাহরির'। হিযবুত তাহরির-এর প্রধান অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহমেদ এখনো নিজ বাসায় নজরবন্দি রয়েছেন। পালিয়ে বেড়াচ্ছে হিযবুত তাহরিরের নেতারা। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিবিরকে জঙ্গী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করায় নিষিদ্ধ হতে পারে শিবিরও।

সূত্র জানায়, দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে ছাত্র শিবিরকে বিশাল অংকের বাজেট দিয়ে মাঠে নামিয়েছে জামায়াত। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মূল শক্তি ধরা হচ্ছে ছাত্র শিবিরকে। যুদ্ধাপরাধী বিচারের ইস্যুকে টার্গেট করে ছাত্র শিবির সারাদেশে সংগঠিত হচ্ছিল বলে তথ্য পায় গোয়েন্দারা। এর অংশ হিসেবে শিবির দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় দখল করার পাঁয়তারা করছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতেই এই সংগঠনের পেছনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জামায়াত। এ জন্য জামায়াতে ইসলামী নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল অংকের বাজেট দেয়া হয়েছে ছাত্র শিবিরকে। গত সপ্তাহে গোয়েন্দারা জামায়াতের এই ছক বাস্তবায়নের তথ্য উদ্ঘাটন করে।